6

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05 DEC 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষামন্ত্রীকে অভিনন্দন

আমার এই অভিনন্দন বাংলাদেশের সুযোগ্য স্বনামধন্য শিক্ষামন্ত্রীর ২৩ নভেম্বর জাতীয় সংসদে ঘোষণাকে কেন্দ্র করে। তিনি সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই রকম স্পষ্টবাদী, অর্থাৎ ঠোঁট কাটা লোক আমাদের প্রয়োজন। বিশ্বস্ত সূত্রে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী জেনেছেন— এসএসসি পরীক্ষায় দুর্নীতি চলছে, কিছু স্বার্থপর স্কুল শিক্ষকের যোগসাজসে এইসব কাণ্ড ঘটে চলছে। যারা পরীক্ষার্থী নয় তারাও এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। এই সম্পর্কে আমিও একটি অভিযোগ দৈনিক ইনকিলাবে জানিয়েছিলাম। যশোর বোর্ডের একজন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র '৯৪ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে তৃতীয় বিভাগে পাস করেছে। আমি সকল শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে বলতে চাই, এখন নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি হওয়ায়, অনেক ছাত্র-ছাতরী এসএসসি পরীক্ষার্থী না হয়েও এই পদ্ধতিতে পাস করে যাচ্ছে। বহু অভিযোগের প্রেক্ষিতে এই পদ্ধতি '৯৫ সালে সর্বশেষ সুযোগ বিধায় '৯৬ সালে এই সুযোগ আর থাকছে না। বহু নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী দুর্নীতিবাজ শিক্ষকদের উৎকোচ দিয়ে রেজিস্ট্রেশন ও ফরম ফিলাপের মাধ্যমে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেবে। আমিও নিজের স্বচক্ষে দেখেছি এভাবে পরীক্ষা দিতে। প্রাইভেট পরীক্ষায়ও দুর্নীতি চলে। এই ব্যাপারে আমাদের শিক্ষামন্ত্রীও জেনেছেন ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে প্রাইভেট এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। তাই আমাদের শিক্ষামন্ত্রী আইন জারি করেছেন, এসএসসি প্রাইভেট পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের কমপক্ষে নবম শ্রেণীতে নিবন্ধন থাকতে হবে, কিছু দিন যাবত অধ্যয়ন করতে হবে। মন্ত্রীর এই ঘোষণার জন্য রইল অভিনন্দন।

—মোহাম্মদ মনজুর মিয়া,
পিতাঃ মোহাম্মদ লাল মিয়া,
অক্সিজেন, ২নং জালালাবাদ,
পলগ-১৮৫৮, চট্টগ্রাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রসঙ্গে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড। আর তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ইচ্ছা আমাদের দেশের বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীরই। কয়েক মাস পরেই এখানে ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ, স্নাতক শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু আমরা যারা ১৯৯১ সনে এসএসসি এবং ১৯৯৩ সনে এইচএসসি পাস করেছি তাদের এ বছর ভর্তি হওয়া অনেক কষ্টকর হবে। কারণ, এবার আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করছে ১৯৯২ সনে M.C.Q পদ্ধতিতে এসএসসি পাসকৃত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। যাদের রয়েছে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী নম্বর। আর তাদের মেধা স্কোরও হবে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী।

তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে শুধুমাত্র এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ৪% বাদ দিয়ে কেবলমাত্র এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ৬% ভিত্তিতে মেধা স্কোর নির্ণয়ের জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

—মিজানুর রহমান,
কলেজ রোড, জামালপুর।